মনসামঙ্গলের কবি নারায়ণ দেব

➢কবি তার কাব্যের ভূমিকায় ‘সুকবিবল্লভ’ কথাটি ব্যবহার করেছেন

➢পিতার নাম নরসিংহ, মাতার নাম রুক্মিণী

➢পুঁথির ভাষা অনুযায়ী কবিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকের অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের কবি বলা যেতে পারে।

➢কাব্য আসামে ও উত্তরবঙ্গে প্রচলিত

➢তিনটি খণ্ড, প্রথম খণ্ডে- আত্ম পরিচয় ও দেব বন্দনা, দ্বিতীয় খণ্ডে- পৌরাণিক আখ্যানের সমাহার, তৃতীয় খণ্ডে- চাঁদ সদাগরের কাহিনি

➢কাব্যের নাম পদ্মাপুরাণ

➢ভূদেব চৌধুরীর মতে তিনি ‘আদিম মানবতার কবি’।

মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্ত

- কবির কাব্য পূর্ববঙ্গে সর্বাধিক প্রচলিত
- কাব্যের নাম পদ্মাপুরাণ
- প্যারীমোহন দাশগুপ্ত ১৩০৩ বঙ্গাব্দে বরিশাল থেকে কবির কাব্য প্রকাশ করেন।
- প্যারীমোহন দাশগুপ্তের তথ্য অনুযায়ী কবি কাব্য রচনা করেন ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে।

রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোক

১। ঋতু শশী বেদ শশী শক পরিমিত

৬ ১ ৪ ১ = ১৪১৬ শক +৭৮= ১৪৯৪ খ্রি

২। ছায়াশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক

০ ০ ৪ ১

সনাতন হুসেন শাহ্ নৃপতি তিলক

৩। ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক

৬ ০ ৪ ১

বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের কাব্যের বিশেষত্ব

বিজয় গুপ্ত	নারায়ণ দেব
লৌকিক কাহিনি বেশি গ্রহণ	পৌরাণিক কাহিনিকে বেশি মর্যাদা
ধর্মের শিথিলতার উপর জোর	মানব ধর্মের পূর্ণতার উপর জোর
চাঁদ চরিত্রের অপহ্নব	অনমনীয় ব্যক্তিত্বের সমুন্নতি
বেহুলা গৃহচারিণী নারী	বেহুলা বীরাঙ্গনা নারী
সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের ছবি বেশি	ঐতিহাসিক ছবি বেশি
করুন রস প্রদর্শনে কৃতিত্ব কম	করুন রস প্রদর্শনে কৃতিত্ব বেশি
ভাষায় পাণ্ডিত্যের ছাপ কম	ভাষায় পাণ্ডিত্যের ছাপ বেশি